R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
১ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ০৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮।
১৮ই মে ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

অষ্টম মন্ত্রীসভা স্বপ্নেই থেকে গেল বামফ্রন্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা : বামফ্রন্টের অষ্টম মন্ত্রীসভা গঠনের স্বপ্ন আর বাস্তবে এলো না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে, বিশেষ করে কোলকাতা মহানগরীর মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করবে সেটা বেশ কিছু দিন আগে থেকেই প্রচারে ছিল। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর একগুয়েমিতে দলের কয়েকটি আসন হাত ছাড়া হলো, তেমনি বাম নেতাদের ভ্রষ্টাচারী, অসততা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া, এলাকার সঙ্গে যোগযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, জীবনযাত্রায় সীমাহীন আয়েসির প্রবণতা, সহজ-সামান্য কাজের জন্য মানুষকে অযথা হয়রান করা, বাড়ীতে থেকেও দেখা না করা, যেখানে সেখানে ঔদ্ধত্য প্রকাশের যোগ্য জবাব দিল অতিষ্ঠ মানুষ। গত নির্বাচনে যারা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সপ্তম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল – আজ তাঁদের এই পরিণতি কেন হলো আগামী ইতিহাস তার জবাব দেবে।

তোয়াব আলির জেতার পেছনে অনেক কংগ্রেসীর প্রকাশ্য মদত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরী স্থানীয় প্রার্থীদের উপেক্ষা করে বহরমপুরের মৌসুমী বেগমকে প্রার্থী করেন। এই নিয়ে এলাকায় কংগ্রেসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অফিস ভাঙচুর হয়। জেলা-পরিষদ সদস্য কাওসার আলিসহ বিক্ষুব্ধদের অধীর অনেক বোঝান। কিন্তু কোন কাজ হয় না। প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তপন সরকার, সিপিএম থেকে কংগ্রেসে আসা হবিবুর রহমান, কাওসার আলি, প্রাক্তন টাউন কংগ্রেস সভাপতি সফর আলি প্রকাশ্যে সিপিএম প্রার্থী তোয়াব আলির প্রচারে নামেন। এরফলে ৭,৭৮৯ ভোটের ব্যবধানে মৌসুমী বেগম পরাজিত হন।

যুবকের আত্মহত্যায় গ্রামে শোকের ছায়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ সিল্ক বস্ত্র ব্যবসায়ী বিজয়কুমার বাঘিড়ার বড় ছেলে সুব্রত ওরফে অসিত (৩০) গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। ১০ মে সকালে তার মা চা নিয়ে এসে ভেজানো দরজা খুলতেই অসিতের নিথর দেহ ঝুলতে দেবেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐ গ্রামেরই সম ব্যবসায়ী মানস বাঘিড়ার মেয়ে পিথুর সাথে অসিতের প্রেম ভালোবাসার পর বিয়ে হয়। বছর তিনেকের একটা শিশু পুত্রও আছে। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যে অশান্তির জেরে পিথু তাঁর শিশুপুত্র নিয়ে বাবার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ঘটনার দিন শীতলাতলার মেলা থেকে ঘুরে শ্বশুর বাড়ী যান অসিত। সেখানে কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি ঝগড়া হয়। শ্বশুর বাড়ী থেকে বার হয়ে এসে ঐ রাতেই অসিত আত্মহত্যা করেন বলে গ্রাম্যসূত্রে জানা যায়।

ভোটের ফলাফলের পর গ্রামে অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী তোয়াব আলি জঙ্গিপুর মহকুমায় বামফ্রন্টের একমাত্র জয়ী প্রার্থী। জয়েব আনন্দে গত ১৪মে দেবীদাসপুর গ্রামে সিপিএম সমর্থকরা বোমা পাঠিয়ে, আবির মেখে হৈ হট্টোগোল শুরু করলে কিছু কংগ্রেসী বাধা দেয়। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সিপিএম সমর্থকদের হাতে এক কংগ্রেসী সমর্থক গুরুতর জখম হয়। তাকে ঐ দিন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মণিগ্রাম হাই স্কুলে হঠাৎ ছাত্র ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মণিগ্রাম হাই স্কুলে গত ১৩ মে সকালে একটা পিরিয়ডের পর হঠাৎ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করেন। জানা যায়, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের টিচার-ইন-চার্জ ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে প্রতিটি ক্লাস রুমে ফ্যানের ব্যবস্থা, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা ম্যাগাজিন প্রকাশ, স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালু রাখা, ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরী থেকে বই সরবরাহ ইত্যাদি দাবীর প্রেক্ষিতে আবেদন জানান। কিন্তু কয়েক মাস চলে গেলেও কোন দাবী পূরণ হয় না। তারই ক্ষোভে আজকের এই ছাত্র-ধর্মঘট বলে খবর। এ প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের ইঙ্গিত দেন ছাত্রছাত্রীরা।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

০৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৮

পত্রিকার ৯৮শ বর্ষ

আমাদের পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ৯৮শ বৎসরে পদার্পণ করিল। ১৯১৪ সালে এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত ছিলেন, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক তিনি। তিনি এই মহকুমার মানুষের কথা, বিভিন্ন ঘটনাবলী, সামাজিক বিষয়াদি মহকুমার বাহিরে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামান্য সঙ্গতি লইয়া পত্রিকা প্রকাশের কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমদিকে তাঁহাকেই কম্পোজিটর, মুদ্রক, সম্পাদক, প্রকাশক এমন কি হকারের ভূমিকা পালন করিতে হইত। তাঁহার অশান্ত লেখনী যাহাতে এই পত্রিকা তাহার শৈশবাবস্থা কাটাইয়া চলচ্ছক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিচালিত হইত।

সুদৃঢ় মনোবল, অটুট কর্মশক্তি ও নির্ভীক হৃদয় লইয়া দাদাঠাকুর মহকুমার প্রথম এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করেন। যে কোনও স্তরের – সরকারী বা বেসরকারী অন্যায় অবিচার তিনি মানিয়া লইতে পারিতেন না। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাহার প্রতিবাদে তিনি মুখর হইতেন। আর তাঁহার ক্ষুরধার ও যুক্তিনিষ্ঠ লেখার জন্য বহু অন্যায়ের প্রতিকারও হইত। আর তাঁহার ক্ষুরধার ও যুক্তিনিষ্ঠ লেখার জন্য বহু অন্যায়ের প্রতিকারও হইত। ইহার জন্য অবশ্য তাঁহার ও তাঁহার মানস-সন্তান এই পত্রিকার উপর বহু বিরোধিতা করা হইত। কিন্তু তাঁহার নির্লোভ, সৎ ও নির্ভয় পরিচালনায় সেই সব প্রতিকূলতাকে তিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রচারও এই কারণে অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলার সদর ও মফঃস্বলের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের কাছে এই সাপ্তাহিক নিরবচ্ছিন্নতার বিভিন্ন সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্যাদি ও অন্যান্য তথ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছিল এবং এখনও সেই কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। কোনও প্রকার প্রতিকূলতায় পত্রিকা তাহার নিজ আদর্শ বিচ্যুত হই নাই। আমরা স্বর্গত দাদাঠাকুরের আদর্শ অনুযায়ী তাহার আশীর্বাণীলাভে সচেষ্ট আছি।

ক্ষুদ্র এই সাপ্তাহিকখানিকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিতে হয়। পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বিজ্ঞানই আমাদের প্রধান সম্বল। আমরা সর্বস্তর হইতে সে সহযোগিতা পাইয়াছি।

আজ ৯৮শ বর্ষে আমরা পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতকামী সকলের অকৃপণ ও অকৃত্রিম সহযোগিতা কামনা করিতেছি এবং পূর্বাপর যে আনুকূল্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কালের যাত্রার ধ্বনি

সাধন দাস

গণতন্ত্রে কোনও দলের একটানা বেশিদিন থাকতে নেই। তাতে ভুল বাড়ে, ক্লেদ জমে। 'ক্ষোভ-বিক্ষোভ' পাহাড়প্রমাণ হওয়ার আগেই সরে যেতে হয়। ২০০৯ ছিল সেই সরে দাঁড়ানোর ঘন্টাধ্বনি। মানুষের প্রত্যাশার অন্ত নেই আর রাজনৈতিক দলগুলিরও একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। কিন্তু 'ক্ষমতার মোহ' এমনই একটা জিনিস যে তা ছিনিয়ে নেওয়ার আগে কেউ ছাড়তে চায় না। তখনই সে আদর্শচ্যুত হয়।

১৯৭৭ এ একদিন যারা সুশাসনের অঙ্গীকার নিয়ে রাজ্যচালনার শপথ নিয়েছিল, তারা যে সত্যি সত্যিই গ্রামবাংলায় বিপ্লব এনেছিল – একথা ইতিহাস জানে। ভূমিসংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষরাও তাদের অধিকার বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর দ্বিতীয় প্রজন্মের বামশাসকরা তাত্ত্বিকভাবেই কেবল 'বামপন্থী' হয়ে থাকলেন, জনগণের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়তে থাকল। মজবুত সংগঠন ও ক্যাডাররাজের নিশ্চিন্ত ভরসায় প্রথম সারির নেতারা ৩৪ বছরের শেষার্ধে অলস দিবানিদ্রায় ডুবে রইলেন। পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের অনেকের সীমাহীন ঔদ্ধত্য এবং 'আখের গুছিয়ে নেওয়ার নির্লজ্জপনা' দেখে মানুষ যে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠেছে, বিরক্ত হয়ে উঠতে উঠতে 'বিকল্প' চাইছে– এই গভীর সত্যটাকে 'না দেখতে চেয়ে' দলের হাইকম্যাণ্ড আশ্চর্যজনকভাবে এই ধারণায় ডুবে রইল যে এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতারাই তাদের 'নির্বাচন-বৈতরণী'র পারের কাণ্ডারী। উপরতলার নেতাদের কাছে 'মানুষের' চেয়ে বেশি সত্য হয়ে উঠল 'দাপুটে ক্যাডার'রা। কোন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডি.ও. যেমন করে গ্রামীণ এজেন্টদের লোভ দেখিয়ে, চাপ দিয়ে পলিসি আদায় করে, এও যেন অনেকটা সেইরকম। ফলে 'উপরতলা' কোনদিন মুখ বাড়িয়ে দেখলই না 'নীচুতলায়' কিভাবে ভোট যোগাড় হচ্ছে। কিম্বা দেখেও না দেখার ভান করল। এই গ্যাপিং বা সংযোগহীনতাই কনটেন্টগত প্রথম ভুল। আর যেদিন (৮ই জুলাই ২০০৮) আমেরিকার সঙ্গে পরমাণুচুক্তির ইস্যু নিয়ে ইউ.পি.এ. সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিল বামপন্থীরা, সেদিন হল রাজনৈতিকভাবে টেকনিকগত দ্বিতীয় ভুল। বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ – যারা ভোট দিয়ে সরকার গড়ে, সরকার ভাঙে, তারা 'পরমাণুচুক্তি' বোঝে না, টু জি স্পেকট্রাম কেলেংকারীও বোঝে না, তারা বোঝে দুটো খেয়ে পরে শান্তিতে বাঁচা – এই সত্যটা কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক নেতাদের মাথায় ঢুকবে কেন ? তাছাড়া দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে এমনিতেই একটা 'প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া' তৈরি হয়। সেই হাওয়াকেও গুরুত্ব দেয়নি বাম সরকার।

সব মিলিয়ে তৈরি হওয়া সেই নেতিবাচক হাওয়াকে দীর্ঘদিনের পোড়-খাওয়া লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'ব্যক্তিগত সততা' ও 'রাজনৈতিক মুন্সিয়ানা' দিয়ে ঝড়ে পরিণত করলেন। আর সেই ঝড়ে প্রায় উড়েই গেল ৩৪ বছরের দৃঢ়মূল বামশাসনের মহীরূহ-টি। দিকপাল বাম-নেতাদের অন্ধ আত্মসন্তুষ্টির মোহ দূর হল। 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?' ভেতরে ভেতরে নিজেদের অবক্ষয় আন্দাজ করতে না পারার তাই তো আজ নিতেই হবে।

আজ বামদুর্গের এই নিদারুণ বিপর্যয়ের পর এটাকে 'তাৎক্ষণিক আবেগের ঝড়' বলে যদি 'প্রকৃত সত্য' কে কেউ আড়াল করতে চায়, তাহলেও তা হবে আত্মবঞ্চনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উত্থান ইতিহাসের নিয়ম মেনেই হয়েছে। আজ এই মুহূর্তে সময়ের প্রয়োজন মেটাতেই তার অনিবার্য ঝোড়ো আবির্ভাব – একথা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কালের প্রবাহ যেমন আপন নিয়মে পূর্ণতার পথে চলে, বাংলার রাজনীতির পরম্পরা মেনে স্রোতের টানে আজ তার অপ্রতিরোধ্য আগমন। এই আগমনকে 'অশুভ' বলার এক্তিয়ার আমাদের কারোর নেই। কেন না এর সত্যাসত্য বিচার করবে ভাবীকাল। আপাতত এর মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তা হল – এই মহতী আবির্ভাবের মধ্যে যেমন এই প্রজন্মের মানুষ বঙ্গরাজনীতির অন্য এক বিপরীত মেরুর 'ভালো-মন্দ' যাচাই করার সুযোগ পাবে, স্বপ্ন ও প্রত্যাশার অত্যধিক ফুলে-ওঠা বেলুনটাও তেমনি প্রশমিত হবে। বামফ্রন্টের পক্ষেও তা হবে মঙ্গলময়। কেন না, যে-শুদ্ধিকরণের কাগুজে শ্লোগানটার কথা এতদিন শোনা যাচ্ছিল, এবার ক্ষমতার 'বাইরে থেকে' সেই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াটা আন্তরিক হয়ে উঠবে।

মমতা যদি প্রমাণ করতে পারে এখনই এ রাজ্যে বামফ্রন্ট অপরিহার্য নয়, ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে বামফ্রন্ট যা পারেনি, আগামীদিনে মমতা যদি সেই স্বপ্নপূরণের পথে আন্তরিকভাবে কয়েক কদম এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে মানুষ আবার তাকে জিতিয়ে আনবে। আর এ সমস্তই যদি ফাঁপা বুলি হয়, মানুষই তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আসলে তৃণমূল বা সিপিএম নয়, আমরা চাইব স্বচ্ছ নিরপেক্ষ প্রশাসন, সুখী সমৃদ্ধ সমাজ। মানুষের এই ন্যূনতম প্রত্যাশা যাঁরাই পূরণ করবেন, আজ নয় কাল মানুষ তাদের পাশে দাঁড়াবেই। সংগ্রামী মমতাকে (পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে গেল প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন

পরিবর্ত্তন না প্রত্যাবর্তন এই হিসেব নিকেশ করার পর ভোটারদের দেওয়া জবাব যখন তূলাদণ্ডে ওজন করা হোল তখন দেখা গেল পরিবর্তনের দিকেই পাল্লা ঝুঁকে পড়েছে। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সমাপ্তি ঘটলো। আগের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর লড়াই ছিল অনেকটা বড় খেলার আসরে নামার আগে প্রস্তুতি ম্যাচের মত। এই নির্বাচনে বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের ত্রুটি বিচ্যুতি ও দূর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী লড়াই-এ জয়ী হোল বিরোধী জোট। প্রৌঢ় ও তারুণ্যের সংমিশ্রণে গঠিত সদস্যদের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গকে সমৃদ্ধির পথে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এখন সেটাই দেখার বিষয়। শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

পরিবর্তনের আতঙ্ক গিরিয়া-সেকেন্দ্রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভোটের ফলাফলের পরেই রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া, পাতলাটোলা, মোমিনটোলা, খেজুরতলা, ইত্যাদি গ্রামগুলোয় লুটপাট হয়েছে এবং সেকেন্দ্রার কয়েকটি ঘোষ পরিবার গরু-মোষ নিয়ে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে জঙ্গিপুর শহরের আশপাশে আস্তানা গাড়ছে। এদের প্রায় প্রত্যেকেই পদ্মা চরে বিস্তীর্ণ এলাকায় কলাই সহ যাবতীয় ফসল সিপিএম নেতাদের মদতে এতদিন প্রকৃত চাষীদের বঞ্চিত করে লুটপাট চালাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে ঐ এলাকার কংগ্রেস নেতা প্রকাশ সাহা জানান, ভোটের ফলাফল বের হবার পরও গ্রামে আমরা কোন উচ্ছ্বাস দেখায়নি বা মিছিল করিনি। যারা এক সময়ে সিপিএমের মদতে এলাকায় মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, বাড়ীঘর ভস্মীভূত করেছে, মানুষকে গ্রাম ছাড়া করেছে, আজ তারাই নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বুঝে আগে ভাগে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এলাকায় কোন অশান্তি নাই। পুলিশ ক্যাম্প ছাড়া র‍্যাফবাহিনী নিয়মিত এলাকায় টহল চালু রেখেছে।

জঙ্গিপুর মহকুমার ৬টি বিধানসভার দলগত ফলাফল

দল ও প্রার্থীর নাম		প্রাপ্ত ভোট.
৫৫ ফরাক্কা –	কংগ্রেস – মৈনুল হক	৫২৭৮০
	সিপিএম – আবদুস সালাম	৪৮০৪১
	বিজেপি – হেমন্ত ঘোষ	২৬৬৯৬
৫৬ সামসেরগঞ্জ –	সিপিএম – তোয়াব আলি	৬১১৩৮
	কংগ্রেস – মৌসুমী বেগম	৫৩৩৪৯
	বিজেপি – ষষ্ঠীচরণ ঘোষ	৬০৩১
৫৭ সুতী –	কংগ্রেস – ইমানী বিশ্বাস	৭৩৪৬৫
	আর.এস.পি.– জানে আলম মিঞা	৫৬০৫৬
	বিজেপি – নীলকান্ত রায়	১৩৩১৪
৫৮ জঙ্গিপুর –	কংগ্রেস – মোহঃ সোহরাব	৬৮৬৯৯
	সিপিএম – পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য	৬২৩৬৩
	বেজিপি – অনমিত্র ব্যানার্জী	১১৮০৪
	এস.ইউ. সি. আই – মির্জা নাসিরুদ্দিন	৪০৩৮
৫৯ রঘুনাথগঞ্জ –	কংগ্রেস – আখরুজ্জামান	৭৪৬৮৩
	আর.এস.পি. – আবুল হাসনাৎ খাঁন	৫৯১৪৩
	বি.জে.পি. – সৌগত সিংহ	৪০৬৬
	নির্দল – জাকীর হোসেন	~~৬০৬৯৩~~ ৬০৯৩
৬০ সাগরদীঘি –	তৃণমূল কংগ্রেস – সুব্রত সাহা	৫৪৭০৮
	সিপিএম – মহঃ ইসমাইল	৫০১৩৪
	বিজেপি – শেখরেন্দু দাস	৪২২০
	অধীরপন্থী কং - আমিনুল ইসলাম	২২৪০২

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

কালের যাত্রা ধ্বনি

(২য় পাতার পর)

আমরা এতদিন দেখেছি, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ, বাংলার মানুষ আজ মমতার উপর রাজ্যের ভার দিয়েছেন। প্রশাসক মমতার সামনে আজ অগ্নিপরীক্ষা ! শুভকামনা জানিয়ে আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

...১ বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর পুরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল :

ওয়ার্ড	কংগ্রেস	সিপিএম	বিজেপি	এস.ইউ.সি.আই
১ নং	৮৭৫	৮১৫	৩৭	৪৬
২ নং	৭৪০	৯৮১	২৩	৩৫
৩ নং	১০৩২	৭৬৯	২৮	২৩
৪ নং	৭৪২	৮২১	১৮	৪২
৫ নং	৯০২	৬৬৮	৬১	৪০
৬ নং	১১৬১	৯৫৫	২২	৪১
৭ নং	৯৯২	৯৭২	৪২	৪৭
৮ নং	১১৯৭	১৪৪০	৮০	১২৫
৯ নং	১০৪১	৯৩৮	১৬২	৩১
১০ নং	১১২০	৯২১	৪৩	৪৬
১১ নং	১১৪৩	১১০৩	৪৯	৩৭
১২ নং	৫৫৯	১১৪৪	৭৮	২২
১৩ নং	৮৬৫	১০৮২	১৯	৪০
১৪ নং	৯৮৮	৭০০	২৪০	১১৮
১৫ নং	৬০১	৯৫০	১১৯	৩২
১৬ নং	৬৪৩	৭৮১	৮৬	৩২
১৭ নং	৯১৭	৫৬৭	১৭১	২৮
১৮ নং	১২৭৯	৮৮৭	১৭৩	৪৩
১৯ নং	৭১৩	৭৯১	২০০	২৩০
২০ নং	১২৪৩	৮১২	৫৯	৭৬

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

"দুনিয়া" প্রকাশিত হলো

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

বাড়ীর জন্য জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে পৌরসভার অন্তর্গত ফাঁসিতলা মৌজায় ৩ শতক (২কাঠা) জায়গা বিক্রয় হইবে। সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করুন। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ – ৯৭৩৩৫২৫৪৫৯

কর্ম্মখালি

রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটি N.G.O. সংস্থায় অফিসের কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মি প্রয়োজন। কম্প্যুটার জ্ঞান আবশ্যক। Accounts এর জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। সত্বর যোগাযোগ : ৯৪৩৪০১০৬৮৮

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্ত্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।